যায়যায়দিন

তারিখ 17 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

১ হাজার ৬১২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত

যায়যায় রিপোর্ট

তৃতীয়বারের মতো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বুধবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে (www.mocdu.gov.bd) এক হাজার ৬১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির জন্য নির্বাচন করে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন তালিকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ১৯০টি। পুরনো তালিকা থেকে ৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। এমপিও : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

এমপিও : প্রতিষ্ঠান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোমেনা মনি স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে নতুন ১৯০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও প্রদানের আদেশ জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একইসঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে করা দ্বিতীয় তালিকা থেকে ৬১ প্রতিষ্ঠানের এমপিভুক্তির আদেশ বাতিল করা হয়। দ্বিতীয় দফার তালিকায় এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল এক হাজার ৪৮৩। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রথম তালিকায় সংখ্যা ছিল এক হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান।

এর আগে জাতীয় সংসদে আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনাকালে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এক হাজার ৬০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, সন্ধ্যা ৬টার পর মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা পাওয়া যাবে।

গত ৩১ মে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় দফা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়। ওই তালিকায় এক হাজার ৪৮৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রথমবারের প্রকাশিত তালিকা থেকে নতুন তালিকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪৬১টি। পুরনো তালিকা থেকে ১০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম বাদ দেয়া হয়। সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টায় শিক্ষা উপদেষ্টা নিজে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে গিয়ে নতুন তালিকা জমা দেন। রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়।

গত ৬ মে মধ্যরাতে এক হাজার ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অর্ধযুগের এমপিওভুক্তি বন্ধের বন্ধ্যত্ব দূর হয়। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পরপরই ব্যাপক সমালোচনার জন্ম হয়। শিক্ষকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রীর তোপের মুখে পড়েন। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিনকে এমপিওর তালিকা যাচাই বাছাইয়ের দায়িত্ব দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এমপিও সংক্রান্ত নথিপত্র ১৬ মে উপদেষ্টার কাছে পাঠানো হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নিয়ম অনুযায়ী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়, এরপর একাডেমিক স্বীকৃতি। তারপর শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যোগ্যতা মূল্যায়নের পরই এমপিওভুক্তি অনুমোদন দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বিগত ২০০৪ সালের শেষের দিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমান সরকার নতুন এমপিওভুক্তির জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখার পর গত বছরের ৭ জুন এ সম্পর্কিত একটি নীতিমালার সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ১২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি গত ৩ জানুয়ারি সুপারিশমালাটি প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পেশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সুপারিশমালা বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করে। ১৯৯৭ সালে এমপিওভুক্তির জন্য সর্বশেষ নীতিমালা তৈরি করা হয়েছিল। এ নীতিমালার আলোকে কমিটি নতুন নীতিমালা তৈরি করে। গত অর্থবছরে এমপিওভুক্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।